মডিউল-০৩

শিক্ষনীয় বিষয়ঃ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সম্পর্কিত ধারনা

ক. বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সক্ষমতা, ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন ।

খ. বাহিনীর তিনটি মৌলিক উপাদান; আনসার, ব্যাটালিয়ন ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (ভিডিপি) সম্পর্কে ধারনা ।

গ. স্বেচ্ছাসেবা কী, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারনা প্রদান। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আানসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য সদস্যাদের করণীয় কি ।

ক. বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সক্ষমতা, ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন

ভূমিকা: বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন দেশের সর্ববৃহৎ একটি বাহিনী। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদ অনুসারে এটি একটি শৃঙ্খলা বাহিনী। এ বাহিনীর বর্তমান সদস্য সদস্যার সংখ্যা প্রায় ৬১ লক্ষ যাদের অধিকাংশই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং প্লাটুনভূক্ত স্বেচ্ছাসেবী। দেশের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে এর বিস্তৃতি। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী দেশের প্রতিটি গ্রামে ১টি পুরুষ ও ১টি মহিলা প্লাটুন রয়েছে। প্রতিটি প্লাটুনের সদস্য-সদস্যা সংখ্যা ৩২জন। এ বাহিনীর রয়েছে প্রায় ১৭ হাজার নিয়মিত ফোর্স যারা ৪২টি আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য। এ বাহিনীতে রয়েছে ২ লক্ষাধিক সাধারণ আনসার যাদের ৭০হাজার বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং স্মার্টকার্ডধারী অঙ্গীভূত আনসার এবং অবিশিষ্ট যারা তারা উপজেলা কোম্পানী, প্লাটুন এবং ইউনিয়ন প্লাটুনের অন্তর্ভূক্ত স্বেচ্ছাসেবী। 'শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ণ, নিরপত্তায় সর্বত্র আমরা'- এ বাহিনীর মূলমন্ত্র। স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে মানব নিরাপত্তা এবং সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা এ সদস্য সদস্যাদের অন্যতম লক্ষ্য। নিয়মিত ফোর্স হিসেবে আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যগণ দেশের পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনীর সাথে এবং সমতলে সরকারের নির্দেশে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নিরাপত্তায় এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করে থাকে।

নামকরণ: 'আনসার' শব্দের অর্থ সাহায্যকারী বা স্বেচ্ছাসেবক। এটি আরবি শব্দ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সাহাবিগণকে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর যে সকল মদিনাবাসী নবীজী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণকে আশ্রয়দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাঁদেরকে বলা হত 'আনসার'। এ নামের অনুকরণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারত ও পাকিস্তান বিভক্ত হয়। নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল অভিবাসীর আগমনের কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছিল। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে সমাজের উদ্যোমী ও আগ্রহী নানান পেশা শ্রেনীর স্বেচ্ছাসেবী তরুণদেও নিয়ে এ বাহিনী গঠিত হয় এবং যার নামকরণ হয় মদিনার আনসার এর অনুকরণে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ইতিহাস:

এদেশে আনসার বাহিনী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভারত ভাগের তথা দেশভাগের বেদনাদায়ক প্রেক্ষাপট জড়িত। ইতিহাস থেকে জানা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ এবং ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের সিদ্ধান্ত নেয়। এ লক্ষ্যে তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন সীমানা কমিশন গঠন করেন। ব্রিটিশ আইনজীবি স্যার সিরিল রেডক্লিফকে এই কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়। এর কাজ ছিল প্রধানত বাংলা ও পাঞ্জাবকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করা। রেডক্লিফের দায়িত্ব ছিল এই দুটি প্রদেশের মধ্যে বিভক্তি লাইন টেনে দেওয়া, যা ছিল অত্যন্ত জটিল কাজ।

রেডক্লিফের ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট ভারত ও ১৪ আগষ্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার কয়েকদিন পর। এতে এই দুই প্রদেশের লাখ লাখ মানুষ জানতো না তারা কোন দেশের অধিবাসী। তারপরও তারা স্বাধীনতার আনন্দ উদযাপন শুরু করে। পরবর্তীতে ১ কোটি ২০ লাখ মানুষকে বসবাসের জন্য রেডক্লিফের আঁকা বিভক্তি লাইন (যেটি পরে রেডক্লিফ লাইন নামে পরিচিতি পায়) তা অতিক্রম করতে হয়। এরই মধ্যে শুরু হয় ধর্মীয় সহিংসতা, আর তাতে প্রাণ হারায় প্রায় ৫ থেকে ১০ লাখ মানুষ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে ইংল্যান্ডে 'হোম গার্ড' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় যার আদলে ব্রিটিশ শাসিত ভারতেও হোম গার্ড প্রতিষ্ঠিত হয় । দেশ ভাগের বেদনাদায়ক পরিস্থিতির কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্ভোগ সামাল দিতে তৎকালীন

পূর্বপাকিস্তানে এরকম একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দেয়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন এর আহবানে জেমস বুকানন নামের একজন বৃটিশ নাগরিক শরীরচর্চা বিভাগের পরিচালক হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং দ্রুততার সাথে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। খাজা নাজিম উদ্দিন তার মন্ত্রীবর্গ এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি বিশেষ সম্প্রসারিত মিটিং ডাকেন। সবাই মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের সঙ্গে একমত হন যে একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন অত্যাবশ্যক। সেটা পূর্বে হোম গার্ডের ন্যায় সরাসরি সরকারের আদেশে না হয়ে সংসদীয় আইনের মাধ্যমে হওয়া উচিত বলে বুকানন সাহেব সুপারিশ করেন।

তাঁর এই সুপারিশ অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে আনসার বিল উত্থাপন করা হয়। সংসদে এই নাম নিয়ে তুমুল বিরোধিতা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হয়ে যায়। পরবর্তীতে পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সংসদও তা পাশ করে ফলশ্রুতিতে ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আনসার অ্যাক্ট তথা আনসার রুল প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এই তারিখটিই আনসার প্রতিষ্ঠানের জন্মদিন হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এই আইনের বলে বুকানন সাহেবকেই সর্বপ্রথম পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করে মুখ্যমন্ত্রী নাজিম উদ্দিন। ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে বর্তমান শাহবাগ এলাকায় অবস্থিত জাতীয় জাদুঘর ভবনে হোম গার্ডের ২৭ জন কর্মকর্তার যোগদানের মাধ্যমে এই বাহিনীর কার্যক্রম শুরু হয়। এর প্রায় তিন দশক পরে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আনসার ব্যাটালিয়ন । একই সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (ভিডিপি)।

আমাদের গর্বঃ ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আনসার বাহিনী উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। যা নিচে বর্ণনা করা হলো।

ক। **মহান ভাষা আন্দোলনঃ** জাতি হিসেবে আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন স্বাধীনতা, নিজস্ব পতাকা, প্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশ। এর বীজ প্রোথিত হয়েছিল ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে। সে আন্দোলনে অন্যদের সঙ্গে শহীদ হয়েছেন ময়মনসিংহের আনসার প্লাটুন কমান্ডার আবদুল জব্বার। যার আত্মত্যাগ ও অবদানে এ বাহিনী গর্বিত।

খ। **১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আনসার সদস্যদের দায়িত্ব পালনঃ** ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ৭০,০০০ আনসার সদস্য এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ১,২০,০০০ আনসার সদস্য নির্বাচন কেন্দ্রগুলোতে দায়িত্ব পালন করে।

গ। **পাক ভারত যুদ্ধে আনসার ভিডিপি সদস্যদের বিওপিতে দায়িত্বপালনঃ** ১৯৬৫ সালে ঐতিহাসিক পাক ভারত যুদ্ধের সময় দেশের সীমান্ত ফাড়িগুলোতে তৎকালীন ইপিআর এর সাথে আনসার বাহিনীকে বিওপি প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়।

ঘ। **মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আনসার বাহিনীর ভূমিকাঃ**

আনসার সদস্যদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং আনসার বাহিনী চল্লিশ হাজার .৩০৩ রাইফেল প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রথম হাতিয়ার। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষনার পর পরই আনসার বাহিনীর বিভিন্ন পদবীর কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ অসংখ্য আনসার সদস্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৭১ সালে সারাদেশে আনসার বাহিনীর প্রশিক্ষণ চলছিল। এসব প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ব্যবহার হচ্ছিল আনসারদের সব রাইফেল। প্রশিক্ষণ শেষে রাইফেল পুলিশ কোতে জমা দেয়ার কথা থাকলেও কোন কোন স্থানে অল্প বা কোথাও কোনো রাইফেলই জমা দেয়া হয়নি। বরং ২৫ মার্চের আক্রমণের পরই পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে আনসারদের ৪০,০০০ রাইফেল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার ও অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ অস্ত্র দিয়েই মূলত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ পর্ব শুরু হয়।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে আগ্রহী যুবকদের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে আনসার বাহিনীর সদস্যরা ঃ স্বাধীণতা যুদ্ধের শুরুতেই অসংখ্য আনসার এতে যোগ দেয়। দেশের সর্বত্র তারা অংশগ্রহণ করে প্রতিরোধ যুদ্ধে। কিন্তু প্রতিরোধ যুদ্ধে টিকতে না পেরে স্বাধীনতাকামী অনেক আনসার কমান্ডার ও আনসার সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যান রাইফেল, গুলি ও এলাকার আগ্রহী যুবকদের। সেখানে তারা যোগ দেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শিবিরে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্ব নেন অসংখ্য আনসার কমান্ডার।

বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারের প্রধানকে "Guard of Honor" প্রদান করেন আনসার বাহিনীর সদস্যরা ঃ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। এই সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানকে প্লাটুন কমান্ডার

ইয়াদ আলীর নেতৃত্বে ১২ জন আনসার সদস্য "গার্ড অব অনার" প্রদান করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এটি এক অনন্য সাধারণ ঘটনা।

মুক্তিযুদ্ধে আনসার সদস্যদের আত্মত্যাগ ঃ

মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আনসার বাহিনীর ৯ কর্মকর্তা, ৪ কর্মচারীসহ মোট ৬৭০ জন আনসার সদস্য শাহাদতবরণ করেন।

৯। **বীরত্বপূর্ণ খেতাব ঃ** স্বাধীনতা যুদ্ধে দুঃসাহসিক অবদানের জন্য যুদ্ধ পরবর্তী সরকার ০১ জন আনসার সদস্যকে বীর বিক্রম ও ০২ জন আনসার সদস্যকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করেন। তাদের নাম নিম্নোক্ত সারণীতে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রঃ নং	বীরত্বপূর্ণ খেতাব	খেতাবধারী আনসার সদস্যের নাম	মন্তব্য
১.	বীর বিক্রম	১. চাঁদপুরের কমান্ডার এলাহীবক্স পাটোয়ারী	স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন
২.	বীর প্রতীক	২. মাগুরার কমান্ডার গোলাম এয়াকুব	পরবর্তীতে মারা যান
		৩. মেহেরপুরের আনসার ওয়ালিউল হোসেন	স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন

<u>আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর দায়িত্ব পালনঃ</u>

ক। দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা (কেপিআই) যেমন-জাতীয় সংসদ ভবন, বাংলাদেশ বেতার, সেতু ভবন, কেন্দ্রীয় কারাগার, বাংলাদেশ সচিবালয়, মুজিব নগর জাদুঘর, ইমিগ্রেশন চেকপোষ্ট ইত্যাদির নিরাপত্তা বিধানে এ বাহিনীর সদস্যরা কাজ করছে। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ চিরুনী ও সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে পুলিশের সাথে কাজ করছে। এছাড়া অপারেশন উত্তরণের আওতায় সেনাবাহিনীর সাথে যৌথভাবে পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা, দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সন্ত্রাস দমন, রোহিঙ্গা-শরণার্থী শিবিরে শৃঙ্খলা বজায়, র‍্যাব (RAB) ফোর্সের অংশ হিসেবে সন্ত্রাস ও মাদক বিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণ, এসএসএস (SSF) এর সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা প্রদানে এ বাহিনীর সদস্যরা প্রশসংনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে মোবাইল কোর্ট এবং ভোক্তা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনায় আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যগণ সহযোগীতা করে থাকে।

খ। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ পূজা, উৎসব, পূন্যস্থান, বিশ্ব ইজতেমা, নির্বাচন ছাড়াও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে স্বল্পকালীন মোতায়েন হয়ে থাকে। শারদীয় দূর্গাপূজা উৎসবের পূজা মন্ডপের সার্বক্ষনিক নিরাপত্তায় আনসার ভিডিপি সদস্য মোতায়েন থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় অবদান রেখে চলেছে।

এছাড়া জাতীয় সংসদসহ বিভিন্ন নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিশেষ করে মহিলা আনসার সদস্য মোতায়েনের ফলে নির্বাচন কেন্দ্রগুলোতে মহিলা ভোটারের উপস্থিতি বর্তমানে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতিতে জনজীবন স্বাভাবিক রাখার প্রয়াসে রেলপথ, সড়কপথ, নৌপথ ইত্যাদি সুরক্ষিত রাখতে এ বাহিনীর মাঠ পর্যায়ের সদস্যরা ইতোপূর্বে সফলতার সহিত তাদের দায়িত্ব পালন করেছে।

গ। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অন্যতম প্রাথমিক কাজ মানবসম্পদ উন্নয়ন। প্রায় ৬১ লক্ষ সদস্য নিয়ে গঠিত বাহিনী জনসংখ্যার একটি বড় অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের বেশিরভাগই গ্রামীণ এবং সমাজের স্বল্পতম আয়ের অংশ থেকে আসে। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী তার এই বিশাল সদস্যদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা পূর্বক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে মানব সম্পদে রূপান্তরে বদ্ধ পরিকর। এ লক্ষ্যে আনসার গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী একাডেমি, ভিটিসি, টিটিসি, জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন মৌলিক, বিশেষ, কারিগরি ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

ঘ। **<u>ক্রীড়া ক্ষেত্রে:</u>** ক্রীড়া ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। খেলাধুলার চর্চা ও জাতীয় ক্রীড়া বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরুপ ২০০৪ সালে এ বাহিনী স্বাধীণতা পদক লাভ করে। নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় বাছাইয়ের ফলস্বরুপ এ বাহিনী ১৯৯২,১৯৯৬,২০০২,২০১৩ এবং ৯ম বাংলাদেশ গেমস-২০২০ এ টানা পঞ্চম বারের মতো চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

ঙ। **<u>দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা</u>:** বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবসৃষ্ট মোকাবেলায় এ বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, স্থায়ী দূর্যোগ নির্দেশিকা (SOD)-২০১৯ এ বাহিনীর দূর্যোগ ব্যবস্থায় ভূমিকাকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে সারা দেশ ব্যাপী এ বাহিনীর বিস্তৃতি থাকার কারণে যেকোন দূর্যোগে এ বাহিনীর সদস্যরা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের দুর্যোগ সংক্রান্ত কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছেঃ

- ❖ সতর্কীকরণ চিহ্নের প্রচার (publicity of warning signals)
- ❖ উচ্ছেদ, নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা (Evacuation, security, law and order situation maintain)
- ❖ উদ্ধার ও পুর্নবাসন কাজ (Rescue and rehabilitation works)
- ❖ জনসচেতনতা সৃষ্টি (Create Public awareness)

বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিদূর্ঘটনা বা যে কোনো মহামারীর মতো দুর্যোগের সময় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা অন্যান্য সমস্ত সংস্থার সাথে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজে অংশ নেয়।

বাহিনীর তিনটি মৌলিক উপাদান; আনসার, ব্যাটালিয়ন ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সম্পর্কে ধারনা

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী বাহিনী তিনটি মৌলিক ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত।

১। আনসার

২। আনসার ব্যাটালিয়ন

৩। ভিডিপি/টিডিপি (গ্রাম/শহর প্রতিরক্ষা দল)

আইনগত ভিত্তি ঃ

বাহিনীর তিনটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান তিনটি পৃথক আইন দ্বারা পরিচালিত হয়।

১. আনসার বাহিনী আইন, ১৯৯৫

২. গ্রাম প্রতিরক্ষা দল আইন, ১৯৯৫

৩. আনসার ব্যাটালিয়ন আইন, ২০২৩ (পূর্বের আইন: ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫)

উপরোক্ত আইন অনুযায়ী আনসার বাহিনী এবং আনসার ব্যাটালিয়নকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান এর ১৫২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শৃঙ্খলা বাহিনী (Disciplined Force) হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

১। আনসার বাহিনী ঃ

ক) আনসার বাহিনী আইন-১৯৯৫ দ্বারা সাধারণ আনসার পরিচালিত হয়। সাধারণ আনসাররা জলপাই রংয়ের শার্ট ও কালো রংয়ের প্যান্ট ইউনিফর্ম হিসেবে পরিধান করে। দেশের প্রতিটি উপজেলায় পুরুষ সাধারণ আনসারের ১১৫ জনের একটি করে কোম্পানি ও প্রতিটি ইউনিয়নে ৩২ জনের একটি করে প্লাটুন রয়েছে। আর প্রতিটি উপজেলায় মহিলা সাধারণ আনসারের ৩২ জনের একটি করে প্লাটুন রয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে কোম্পানি কমান্ডার সহকারি কোম্পানি কমান্ডার, প্লাটুন কমান্ডার ও সহকারি প্লাটুন কমান্ডার প্রতি মাসে নির্দিষ্ট হারে সম্মানী পেয়ে থাকে। এছাড়া সাধারণ আনসাররা অঙ্গীভূত হয়ে সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক,হাসপাতাল, স্থল,নৌ ও বিমান বন্দর,সমুদ্র বন্দরসহ বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় নিরাপত্তা প্রদান করে দেশের জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অঙ্গীভূত হওয়ার পূর্বে আনসার একাডেমিতে ৯০দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। অঙ্গীভূতকালীন আনসার সদস্যরা নিয়মিতভাবে বেতন ও রেশন সুবিধা লাভ করে। উল্লেখযোগ্য কেপিআই সমূহ হলো- ব্যাংক, বিমা, কলকারখানা, বিদ্যুৎ অফিস, সার-কারখানা, ইপিজেড, লঞ্চ, স্টিমার, রেলগেট, ট্রাফিক বিভাগ, হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দর, স্থল বন্দর ইত্যাদি ।

খ) আনসার বাহিনী আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী এই বাহিনীর দায়িত্ব: এই আইনের অনুচ্ছেদ ৯ (১) অনুযায়ী বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব হইবে-

(i) জননিরাপত্তামূলক কাজে সরকার বা সরকারের অধীন কোনো কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান এবং অন্য কোনো নিরাপত্তামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা

(ii) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

এই আইনের অনুচ্ছেদ ৯ (২) অনুযায়ী বাহিনীর অন্য দায়িত্ব হইবে- বিশেষ করিয়া এবং উপরোক্ত বিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, বাহিনী, সরকারের নির্দেশে, নিম্নবর্ণিত বাহিনীসমূহকে সহায়তা ও সাহায্য প্রদান করিবে, যথা:-

(ক) স্থলবাহিনী;

(খ) নৌবাহিনী;

(গ) বিমানবাহিনী;

(ঘ) বাংলাদেশ রাইফেলস;

(ঙ) পুলিশ বাহিনী;

(চ) ব্যাটালিয়ন আনসার।

দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র ঃ

ক) নিরাপত্তা প্রহরা : অঙ্গীভূত সাধারণ আনসার সদস্যগণ দেশের সরকারি-বেসরকারি শিল্প-প্রতিষ্ঠান, লঞ্চ, বিমানবন্দর, রেলপথ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, গ্যাস ফিল্ড, রেডিও ও টেলিভিশন কেন্দ্র, সরকারি সম্পত্তি, মার্কেট, হাটবাজার, যানবাহন, ব্যাংক, অর্থ-লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সরকার ঘোষিত বিশেষায়িত এলাকায় স্থাপিত যে কোনো সরকারি-বেসরকারি শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা/এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্ব করে থাকেন।

খ) স্বল্পকালীন মোতায়েন :

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ পূজা, উৎসব, পূন্যস্থান, বিশ্ব ইজতেমা, নির্বাচন ছাড়াও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে স্বল্পকালীন মোতায়েন হয়ে থাকে। শারদীয় দূর্গাপূজা উৎসবের পূজা মন্ডপের সার্বক্ষনিক নিরাপত্তায় আনসার ভিডিপি সদস্য মোতায়েন থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় অবদান রেখে চলেছে।

এছাড়া জাতীয় সংসদসহ বিভিন্ন নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিশেষ করে মহিলা আনসার সদস্য মোতায়েনের ফলে নির্বাচন কেন্দ্রগুলোতে মহিলা ভোটারের উপস্থিতি বর্তমানে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতিতে জনজীবন স্বাভাবিক রাখার প্রয়াসে রেলপথ, সড়কপথ, নৌপথ ইত্যাদি সুরক্ষিত রাখতে এ বাহিনীর মাঠ পর্যায়ের সদস্যরা ইতোপূর্বে সফলতার সহিত তাদের দায়িত্ব পালন করেছে।

২। **আনসার ব্যাটালিয়ন ঃ**

ক) আনসার ব্যাটালিয়ন গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৯৭৬ সালে আগস্ট মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্য বাহিনীর নিয়মিত ও স্থায়ী সদস্য। আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০২৩ দ্বারা তারা পরিচালিত হয়। একটি গার্ড ব্যাটালিয়ন ও দুটি মহিলা ব্যাটালিয়নসহ সারা দেশে মোট ৪২ টি ব্যাটালিয়ন অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। মহিলা আনসার ব্যাটালিয়ন এই উপমহাদেশের কোনো বাহিনীতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম পূর্নাঙ্গ মহিলা ব্যাটালিয়ন। ব্যাটালিয়ন আনসাররা কম্ব্যাট পোষাক পরিধান করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে "অপারেশন উত্তরণ" - এ ১৬টি ব্যাটালিয়ন মোতায়েন রয়েছে। সমতল এলাকায় জেলা প্রশাসনের সঙ্গে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ বিভিন্ন অভিযানিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যরা। দেশের অন্যান্য বাহিনীর মতো তারাও সব ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

খ) **আনসার ব্যাটালিয়ন আইন, ২০২৩ অনুযায়ী আনসার ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব ও কার্যাবলি:**

এই আইনের অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী- আনসার ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:

(i) জননিরাপত্তামূলক কোনো কাজে সরকার বা সরকারের অনুমোদনক্রমে সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে সহায়তা;

(ii) দুর্যোগ মোকাবিলায় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত জনকল্যাণমূলক কার্যে অংশগ্রহণ;

(iii) সরকারের নির্দেশে যে কোনো প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা;

(iv) সরকারের নির্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা;

(v) উপরিউক্ত বিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী, নিম্নবর্ণিত বাহিনীসমূহকে সহায়তা প্রদান, যথা:---

(অ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী;

(আ) বাংলাদেশ নৌবাহিনী;

(ই) বাংলাদেশ বিমানবাহিনী

(ঈ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ; ও

(উ) বাংলাদেশ পুলিশ;

(চ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব সম্পাদন।

গ) **দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র ঃ**

i) **বিদেশী দূতাবাস ও কূটনীতিকদের নিরাপত্তায়ঃ আনসার গার্ড ব্যাটালিয়র্ন(AGB):** আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মিশন ও সংস্থার নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন (AGB) গঠন করেছে। সময় ও চাহিদা উপযোগী অস্ত্র সম্ভারে সজ্জিত চৌকস এই ফোর্স বাংলাদেশস্থ ইউরোপীয় ইউনিয়ন মিশনের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রদান করছে। বিশেষায়িত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এজিবি সদস্যগণ বিদেশী দূতাবাস ও কূটনীতিক বর্গের আবাসস্থল ও তাদের চলাফেরার নিরাপত্তা বিধান, সরকারী-বেসরকারী স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা প্রদান এবং সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও নির্মূলে কাজ করে যাচ্ছে।

ii) **দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ:** দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতা দমনে ১২০০ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য পুলিশের সাথে একত্রে মিলে কাজ করে এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে ।

iii) **জেলা ম্যাজিস্ট্রেসির অধীনে মোবাইল কোর্ট ও ভেজাল বিরোধী অভিযান :** বিভিন্ন জেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেসির অধীনে মোবাইল কোর্ট/ভেজাল বিরোধী অভিযানে ব্যাটালিয়নআনসার সদস্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

iv) **রোহিঙ্গা শরণার্থী ইস্যু:** মিয়ানমার হতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মুসলমান জনগোষ্ঠী তথা রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ বর্তমানে দেশে ও আন্তর্জাতিক মহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। অবৈধ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে এবং নোয়াখালীর ভাসানচরে শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আনসার ব্যাটালিয়ন মোতায়েন রয়েছে।

v) **কেপিআই নিরাপত্তা:** বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের এর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় তোষাখানা, বাংলাদেশ সচিবালয়, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, পাসপোর্ট অধিদপ্তর, পদ্মাসেতুসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে আনসার ব্যাটালিয়ন সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছে।

vi) **ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা:** প্রতিবছর ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-এর নিরাপত্তায় আনসার ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করা হয়।

vii) **র‍্যাব-এ প্রেষণে মোতায়েন:** আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্য-সদস্যা মাদকবিরোধী অভিযান, জঙ্গি দমন, সন্ত্রাস দমনসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডে র‍্যাবের সাথে কাজ করছে। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা এবং বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে রেলওয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ দেশের সার্বিক আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত হয় আনসার ব্যাটালিয়ন।

viii) **পার্বত্য চট্টগ্রামে জননিরাপত্তা নিশ্চিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহিত ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের অবদান:** পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৮২ সালে "অপারেশন উত্তরণ" এর অধীনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহিত পার্বত্য এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আনসার ব্যাটালিয়ন কাজ শুরু করে। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য এলাকায় **"শান্তি চুক্তি"** স্বাক্ষরিত হয়। তবুও পার্বত্য এলাকায় এখনও শান্তি বাহিনীর বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ, চাঁদাবাজী, মাদক উৎপাদন, অবৈধ অস্ত্র বানিজ্য, নানাবিধ সমস্যা রয়েছে যা দেশের সার্বভৌমত্ব তথা পার্বত্য এলাকার শান্তি শৃঙ্খলার জন্য হুমকিস্বরুপ। বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহিত ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যরা উক্ত অপরাধ সমূহ দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে।

৩। **গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (ভিডিপি) ও টিডিপি ঃ**

ক) সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে গ্রামীন আর্থ- সামাজিক অবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নে ১৯৭৬ সালের ৫ই জানুয়ারী গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (গ্রাম প্রতিরক্ষা দল) প্রতিষ্ঠিত হয়। শহরে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কে বলা হয় টিডিপি (শহর প্রতিরক্ষা দল)।

এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালে। গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (ভিডিপি) ও শহর প্রতিরক্ষা দল (টিডিপি) এ বাহিনীর সবচেয়ে বড় অংশ। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে ৩২ জনের একটি পুরুষ গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্লাটুন ও ৩২ জনের একটি মহিলা গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্লাটুন রয়েছে। গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদস্যরা ১০ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সদস্যপদ লাভ করে। পরে তারা ২১ দিনের অস্ত্রসহ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে একজন করে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দলনেতা ও দলনেত্রী রয়েছে; যারা নিয়মিতভাবে মাসিক সম্মানী লাভ করে। গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদস্যরা সাধারণত স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে দেশের প্রাকৃতিক দূর্যোগসহ যে কোন প্রয়োজনে কাজ করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে হিল গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী রয়েছে যারা ওই এলাকার শান্তি বজায় রাখতে নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদেরকে সহায়তা করে। হিল ভিডিপি সদস্যরাও নিয়মিতভাবে মাসিক সম্মানী পেয়ে থাকে। গ্রাম প্রতিরক্ষা দল সদস্যরা খয়েরি-লাল বর্ণের জামা ও কালো প্যান্ট ইউনিফর্ম হিসেবে পরিধান করে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে ৩২ জনের পুরুষ ৩২ জনের মহিলা প্লাটুন আছে। তারাও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মতো নগর এলাকায় দায়িত্ব পালন করে। তারা আকাশী রংয়ের শার্টের সঙ্গে কালো প্যান্ট ইউনিফর্ম হিসেবে পরিধান করে।

প্রায় ৫৬ লক্ষ সদস্য-সদস্যার সমন্বয়ে গঠিত গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী তথা গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। দেশের সকল স্তরের নারী ও পুরুষকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করে তৃণমূল তথা গ্রাম-মহল্লা পর্যায়ে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে অনৈতিক, অসামাজিক এবং বে-আইনী কার্যক্রম বিরোধী মনোভাব তৈরির মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি পেশাভিত্তিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে সারা বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। ভিডিপি সদস্যদের একটি অংশ অস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। নির্বাচনে এবং জাতীয় জরুরি প্রয়োজনে দায়িত্ব পালনে এই জনগোষ্ঠীকে মোতায়েন করা হয়।

খ) **<u>গ্রাম প্রতিরক্ষা দল আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী এই বাহিনীর দায়িত্বঃ</u>** এই আইনের অনুচ্ছেদ ৮(১) অনুযায়ী গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের প্রধান দায়িত্ব হইবে:

- দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা;
- আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তামূলক কাজে সহায়তা প্রদান করা;
- সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।

এই আইনের অনুচ্ছেদ ৮(২) অনুযায়ী- সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা এবং তৎকর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশ ও আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্যগণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন ও ব্যবহার করিতে পারিবে।

গ) **<u>দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রঃ</u>**

পূজা, উৎসব, নির্বাচন ছাড়াও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ভিডিপি সদস্যরা স্বল্পকালীন মোতায়েন হয়ে থাকে। শারদীয় দূর্গাপূজা উৎসবের পূজা মন্ডপের সার্বক্ষনিক নিরাপত্তায় আনসার-ভিডিপি সদস্য মোতায়েন থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় অবদান রেখে চলেছে। এছাড়া জাতীয় সংসদসহ বিভিন্ন নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতিতে জনজীবন স্বাভাবিক রাখার প্রয়াসে রেলপথ, সড়কপথ, নৌপথ ইত্যাদি সুরক্ষিত রাখতে এ বাহিনীর মাঠ পর্যায়ের সদস্যরা ইতোপূর্বে সফলতার সহিত তাদের দায়িত্ব পালন করেছে।

সংগঠনের ইউনিটগুলোর তুলনামূলক চিত্র (Comparative view):এই সংগঠনটি মূলত তিনটি ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত। এই তিনটি ইউনিটের মধ্যে অনেক মিল থাকলে ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ অমিল বিদ্যমান রয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

ক্র নং	ইউনিটের নাম	বৈশিষ্ট্য	মূল কাজ
০১	আনসার বাহিনী	• ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃতি • সরকারের রাজস্বভূক্ত নয় • অঙ্গীভূতকালীন সংশ্লিষ্ট কেপিআই হতে বেতন ভাতা প্রাপ্ত • জলপাই রংয়ের শার্ট ও কালো প্যান্ট পরিধান করে	• কেপিআই সমূহে নিরাপত্তা প্রদান করা • স্বল্পকালীন মোতায়েনের মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ভূমিকা পালন • আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন • জননিরাপত্তামূলক কাজ
০২	আনসার ব্যাটালিয়ন	• নিয়মিত ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী • রাজস্বভুক্ত কর্মচারী • কম্ব্যাট পোষাক পরিধান করে • ছয় মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ	১. আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ২. দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ ৩. রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে নিরাপত্তা প্রদান ৪. কেপিআই সমূহে নিরাপত্তা প্রদান
০৩	গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (ভিডিপি)/টিডিপি	• এটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবার আদর্শে নিয়োজিত সংগঠন। • গ্রাম প্রতিরক্ষা দল সদস্যরা খয়েরি-লাল বর্ণের জামা ও কালো প্যান্ট ইউনিফর্ম হিসেবে পরিধান করে। • টিডিপি সদস্যরা আকাশী রংয়ের শার্টের সঙ্গে কালো প্যান্ট ইউনিফর্ম হিসেবে পরিধান করে।	১. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনকল্যানমূলক কাজে অংশগ্রহণ ২. গ্রামীণ আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

আনসার-গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সংগঠনের ইউনিটগুলোর তুলনামূলক চিত্র (Composition of Ansar-VDP Forces)

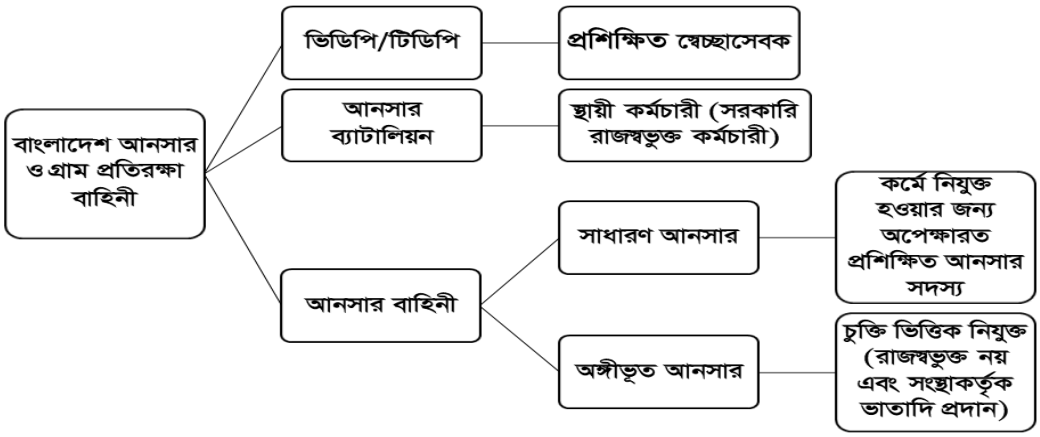

স্বেচ্ছাসেবা কি? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারনা প্রদান। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য সদস্যাদের করণীয় কি।

স্বেচ্ছাসেবাঃ স্বেচ্ছাসেবা বলতে সাধারণত স্বার্থহীন কাজকে বোঝায় যা একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনো আর্থিক বা সামাজিক লাভের জন্য করে না, "একজন ব্যক্তি বা দল বা সংস্থার সুবিধার্থে করে"। মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে মানুষসহ সকল প্রাণীর কল্যাণে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা চালানোই স্বেচ্ছাসেবা। সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ যারা স্বেচ্ছায় করে তাদেরকে স্বেচ্ছাসেবক বলা হয়।

উদাহরনঃ

- আমাদের দেশের স্বেচ্ছাসেবকরা প্রতিনিয়ত মুমূর্ষু রোগীর জন্য রক্ত সংগ্রহ, ছিন্নমূল শিশুদের শিক্ষাদান, অসহায় মানুষদের সহযোগিতাসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।
- তারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও দুঃসময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে থাকে। স্বেচ্ছাসেবা ছাড়াও জরুরি প্রয়োজনে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে থাকে। যেমন- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস- পরবর্তী সময়ে ত্রাণ ও সেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ। স্বেচ্ছাসেবকরা এ ধরণের কাজগুলো কোনো প্রাপ্তির আশা ছাড়াই করে থাকে।
- অনেক স্বেচ্ছাসেবক তাদের কাজের ক্ষেত্র গুলোতে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত, যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র, শিক্ষা বা জরুরি উদ্ধারকার্য।
- বর্তমান বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পরিবর্তনের ফলে দেশে কিছুদিন আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। এ কয়েকদিন মন্দির পাহারা দেয়া, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন, রাস্তাঘাট পরিস্কার ইত্যাদি কাজে শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ দেখা যায়, যা স্বেচ্ছাসেবা।

১. ধর্মীয়, নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন :

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- স্বার্থহীনভাবে মানুষকে সহায়তা করা।
- সমাজের সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যান মূলক কাজ করা।
- স্থানীয় প্রশাসনকে অনৈতিক বা অপরাধমূলক কার্যকলাপের সমাধানে সার্বিক সহায়তা করা।
- পারস্পরিক সু-সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা।

স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য সদস্যাদের করনীয় সমূহ:

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ সু-শৃঙ্খল বাহিনী। প্রায় ৬১ লক্ষ জনবল নিয়ে এই বাহিনীর ৯৫% সদস্য-সদস্যারা তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রতিটি গ্রাম বা মহল্লায় গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদস্য-সদস্যারা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে দেশের ক্রান্তিলগ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

১. জননিরাপত্তামূলক কাজে সরকারকে সহায়তা করা।
২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করা।
৩. দেশের অভ্যন্তরে যেকোনো দূর্যোগ মোকাবিলায় সরকার ও অন্যান্য বাহিনীকে সহায়তা করা।
৪. আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বা অন্যান্য বাহিনীকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করা ।
৫. নিজের ও পরিবারের উন্নয়নের পাশাপাশি নিজ এলাকায় উন্নয়নে কাজ করা।
৬. গ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য দল গঠন করার মাধ্যমে কাজ করা।
৭. একে-অপরকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি নিজ এলকায় গ্রামে শান্তি রক্ষায় কাজ করা।
৮. একতা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন এবং একে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করা।

৯. নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে নারী/পুরুষ এমনকি বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে নিরক্ষরতা দূরীকরণ করা।

১০. স্থানীয় পর্যায়ে শিশু কল্যাণ, যুব কল্যাণ, নারী কল্যাণে কাজ করা এবং স্কুলগামী কিশোর/কিশোরী যাহাতে কোন প্রকার ধর্মান্ধ বা মাদকসেবী না হয় সে ব্যাপারে স্কুল/মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের এবং অবিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় ত্রান ও পূর্ণবাসনে সহযোগিতা করা।

১২. বেওয়ারিশ লাশ দাফনে ও এলাকায় লাশ পৌঁছাতে সহায়তা করা।

১৩. স্থানীয় অসহায়, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত গরীব দুঃখী মানুষের সু-চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদানে সহায়তা করা।

১৪. এলাকার মাদকাসক্ত, জুয়াড়ি, বখাটে ও অপরাধীদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিনোদন, গণসচেতনতা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং কর্মসংস্থানের জন্য উৎসাহ প্রদান করা।

১৫. মাদকমুক্ত এলাকা গড়তে প্রশাসনকে সহযোগিতা করা।

১৬. যেকোন সেবামূলক কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং জনগণকে সেবামূলক কাজে সহযোগিতা করা।

১৭. বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে তরুন সমাজকে উজ্জীবিত রাখা।

১৮. বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, কিশোর অপরাধ, বিচারহীনতার সংস্কৃতি, বৈষম্য বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

১৯. স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি আয়োজন করা।

২০. মা ও শিশু কল্যাণসহ কার্যকর পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে এলাকার জনগণকে সচেতন করার বিষয়ে ভূমিকা রাখা।

২১. আত্মকর্মসংস্থানের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করণ, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় ও স্থানীয়ভাবে প্রকল্প গ্রহণ করা।

২২. পরিবেশ দূষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি, দূষণ প্রতিরোধ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা রাখা।

২৩. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম (বৃক্ষরোপন ও নার্সারি) পরিচালনা করা।